R. N. No. 2532/57

Regd. No. C. 853

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার
সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস,
ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬০শ বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ই পৌষ, বুধবার, ১৩৮০ সাল।
২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৫৲, সডাক ৬৲

॥ হক গেল ॥

ফরাক্কা ব্যারেজ—সরকারীভাবে খবর, নিরোধ তৈরীর কারখানা ব্যাপারে বিরোধের ফলে ফরাক্কার হক কেরালা চলে গেল।

নিরোধ তৈরীর কারখানা খোলার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন হিন্দুস্থান ল্যাটেকসের চেয়ারম্যান শ্রী বি, করীম এবং ওই সংস্থার টেকনিসিয়ান কেরালার বাসিন্দা শ্রীশিবরাম চন্দ্রন ফরাক্কায় এসেছিলেন তেহাত্তরের মাঝামাঝি। নিরোধের নিক্ষিপ্ত নসীব চাকতি ফরাক্কার দিকে ধাবিত হয়েও বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের ধাক্কায় কেরালায় গিয়ে পড়েছে। হা-পিতোস করা ছাড়া রাজ্য সরকারের কোন উপায়ই নেই। দয়া করে যদি কর্ণ সিং শুভদৃষ্টি দেন পঞ্চম যোজনায়।

সংশ্লিষ্ট সংস্থার মুখপাত্র বলেছিলেন যে, জন্ম নিয়ন্ত্রণে অনগ্রসর মুর্শিদাবাদ জেলায় নিরোধের কারখানা খুললে জেলাবাসী উৎসাহিত বোধ করবে এবং বেশ কিছু সংখ্যক বেকারের বেকারত্ব ঘুচবে। কিন্তু, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়'। ভরসা টায়ার আর টিউবের কারখানা। রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যেই অনেকে আপন আপন নির্বাচন কেন্দ্রে ঝোল টানায় ব্যস্ত। ফরাক্কার সে ভাগ্য হবে কি? কেননা, শাসক গোষ্ঠীর ফতোয়া, নো এম, এল, এ,; নো পোষ্ট।

ডাকাতের ছোরার আঘাতে মহিলা জখম

পুলিশ নিষ্ক্রিয়

নিমতিতা, ১৯শে ডিসেম্বর—সুতী থানার নয়াবাহাদুরপুর গ্রামের আবুল সেখের বাড়ীতে সম্প্রতি এক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। সশস্ত্র একদল দুর্বৃত্ত গভীর রাত্রে শ্রীসেখের বাড়ী হানা দিয়ে জনৈকা গর্ভবতী মহিলাকে ছোরা দিয়ে গুরুতরভাবে আহত করে বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। প্রকাশ, প্রত্যক্ষদর্শী দুর্বৃত্তদের নাম বলা সত্ত্বেও নাকি পুলিশ গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঘটনাটিকে চাপা দেবার চেষ্টা করছে।

ও, সি বদলি হলেন

সাগরদীঘি, ২১শে ডিসেম্বর—শেষ পর্যন্ত সাগরদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীধীরেন ঘোষের বদলির নির্দ্দেশ বহাল থাকলো। তিনি আজ বহরমপুর ট্রাফিক পুলিশ অফিসার শ্রীশঙ্কর চ্যাটার্জীকে এই থানার দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিলেন। শ্রীঘোষের বদলির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সংবাদ ইতিপূর্বে জঙ্গিপুর সংবাদে বেরিয়েছিল। ঘন ঘন ও, সি বদলির ফলে এই থানার প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ-এর ঝামেলা

রঘুনাথগঞ্জ, ২২শে ডিসেম্বর—আজ রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকার বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউকে কেন্দ্র করে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিসে এক অশান্তির ঝড় বয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মহকুমা শাসক অফিসের জনৈক বিভাগীয় কর্মচারী নাকি বন্দুকের লাইসেন্স রিনিউ করার সময় লাইসেন্সীদের নিকট হতে রেডক্রশ তহবিলের জন্যে মাথাপিছু দশ টাকা চাঁদা আদায়ের প্রস্তাব করলে এবং ঐ চাঁদা না দিলে নাকি লাইসেন্স রিনিউ করা হবে না জানালে বেশ কিছু বন্দুক লাইসেন্সী এর প্রতিবাদ জানান এবং তাঁরা দশ টাকা দিতে নারাজ হন। এই নিয়ে কিছু লোকের সাথে বিভাগীয় কর্মচারীর বেশ কিছুক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা চলে এবং পরিবেশ ক্রমশঃ উত্তপ্ত হতে থাকে। শেষে মহকুমা শাসক ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনেন। তিনি সকলের কাছে অন্ততঃ পাঁচ টাকা দেওয়ার আবেদন জানান। এতেও কয়েকজন ছাড়া সকলে রাজী না হলে বিনা চাঁদায় তাঁদের লাইসেন্স রিনিউ করা হয়।

কয়েকজন লাইসেন্সী আমাদের পত্রিকা অফিসে এসে অভিযোগ জানালেন, 'প্রত্যেক বছরেই বন্দুক রিনিউ-এর সময় কিছু দিতে হয়। এটা অলিখিত নিয়ম। এবার জুলুম না করে রেডক্রশ তহবিলে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানালে সকলেই কিছু না কিছু অর্থ সাহায্য করতেন আর আমাদেরও এভাবে হয়রাণ হতে হত না।'

আমাদের সাগরদীঘির সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, এই থানার লাইসেন্সীরা গত ১২ই ডিসেম্বর বন্দুক রিনিউ-এর জন্য বিভিন্ন গ্রাম থেকে সাগরদীঘি এসে জানতে পারেন যে সেদিনের পরিবর্তে বন্দুক রিনিউ-এর দিন ধার্য হয়েছে ২৪শে ডিসেম্বর। তাঁদের না জানিয়ে দিন পরিবর্তনে এবং চাষের কাজে ক্ষতি করে অযথা হয়রাণির জন্য তাঁরা বেশ ক্ষুব্ধ হন।

সেচ-বিদ্যুৎমন্ত্রী সকাশে এম, এল, এ

নিমতিতা, ১৯শে ডিসেম্বর—কয়েকদিন আগে সুতী থানার এম, এল, এ শীষ মহম্মদ মালদহ সার্কিট হাউসে সেচ ও বিদ্যুৎমন্ত্রী আবু বরকত গণি খান চৌধুরীর সাথে নিমতিতা ও তার পার্শ্ববর্তী ব্যাপক অঞ্চলের গঙ্গা ভাঙন সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সেচমন্ত্রীকে ভাঙন এলাকা পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানালে তিনি নাকি বলেন যে, সেচদপ্তর বর্তমানে ভাঙনরোধে কোন টাকা ব্যয় করতে রাজী নন। সুতরাং বর্তমানে ভাঙন এলাকা পরিদর্শনের কোন কার্যকারিতা নেই।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই পৌষ বুধবার সন ১৩৮০ সাল।

জাতীয়তাবাদী শিক্ষক

জিনিসপত্রের দর বাড়িয়াছে নয়, বাড়িয়াই চলিতেছে। খাদ্যদ্রব্য-ভোগ্যপণ্য-নিত্যব্যবহার্য সব কিছুর এক বৎসর পূর্বে যে দর ছিল, এখন তাহা আকাশস্পর্শী। সরকারী, আধা-সরকারী, বেসরকারী চাকুরিয়ারা দাবী তোলেন ভাতা প্রভৃতি বৃদ্ধির। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের দাবী আগে মিটে, কেননা তাঁহারা মূল মস্তিষ্ক; রাজ্য সরকারী কর্মীরা পরে পান, কেননা, তাঁহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি। মাধ্যমিক শিক্ষককুল কম্পবক্ষে নম্রকণ্ঠে জানাইয়াছেন তাঁহাদের কথা। তাঁহারা বোধ হয়, কেশ-নখ, কাটিলেই হয়। গত ১৯/১২/৭৩ তারিখ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে কয়েক শত মাধ্যমিক শিক্ষক কলিকাতার এসপ্লানেড ইস্ট্-এ ২৪ ঘণ্টার অবস্থান সত্যাগ্রহ করেন। দাবী ছিল: অনুমোদিত বিদ্যালয়ে ঘাটতি বেতন চালু করিতে হইবে; শিক্ষকদের মাস পহেলা বেতন দিতে হইবে; মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধি করা চাই; শিক্ষকদের মধ্যে বেতনহারের সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করিতে হইবে।

উল্লেখিত দাবীগুলি লইয়া দীর্ঘদিন হইতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি সরকারের কাছে বার বার আবেদন করিয়াছেন। সুতরাং ইহা নূতন কিছু নহে। আর এই সব শিক্ষা ও শিক্ষকের দাবীর দিকে সরকারী সুনজর আজিও পড়ে নাই। দিনের পর দিন রাজ্য শিক্ষাব্যবস্থায় বহু পাঁক জমিয়া গিয়াছে। তিন বৎসর পূর্বে বন্যার জন্য মকুব ছাত্র-বেতন যাহা সরকার দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত, আজিও বহু বিদ্যালয়ে মিলে নাই। সরকারী অনুদানের মেমো প্রেরণ বহু বৎসর হইতে বন্ধ আছে।

জানা গেল যে, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে এই সত্যাগ্রহ শিবিরে রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, বনমন্ত্রী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রশ্ন এই যে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র কয়েক শত শিক্ষক ছাড়া হাজার হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী কি জাতীয়তা-বিরোধী? জাতীয়তাবাদী শিক্ষক হওয়ার মূল-নীতিটি জানিতে পারিলে শিক্ষক সমাজের সুবিধা হইত। এ কথাও ঠিক যে সাধারণ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর যাহা কিছু ছিটাফোঁটা ভাগ্যোন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির লৌহ-দৃঢ় আন্দোলনের ফলশ্রুতি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অবস্থান সত্যাগ্রহীদের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী কিছু বলিলেন কিনা, প্রকাশিত হয় নাই। রাজ্য সরকারী কর্মকর্তারা কী করিবেন? কেন্দ্র না দিলে তাঁহারা কোথায় পাইবেন? দেশে শিক্ষার কী কপাল!

অভিনব দর্শন

সংবাদটি পুরাতন হইলেও নূতনত্বের সন্ধান দেয়। পি-টি-আই এর পরিবেষণ: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী নাকি কিছুদিন আগে দিল্লীতে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখনই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হন, তখন তিনি পরামর্শ গ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রের শ্রী ভি, পি, নায়েকের নিকট হইতে। শ্রীনায়েক দেশের সর্বাপেক্ষা প্রবীণ মুখ্যমন্ত্রী। তাই রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী আর সকলকে এই পথ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তিনি শ্রীনায়েকের নিকট হইতে কী উপদেশ পান তাহা জানিবার কৌতূহল জন্মান স্বাভাবিক। সেটি হইতেছে—কিছু করিতে হইবে না; সমস্যা যাহা আসিবে, তাহার সমাধান আপনিই হইয়া যাইবে।

'মুসকিল কা আসান আপ্‌সে হো জায়েগা'—শ্রীনায়েক বলিয়াছিলেন কিনা জানি না, তবে তাহা যে পালিত হয়, তাহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। রাজ্যব্যাপী বেকার-হাহাকার, কিছু করা হইতেছে না; সর্বদ্রব্যের অগ্নিমূল্য জনগণকে অসীম দুর্দশার পথে টানিয়াছে, কিছু করিবার নাই, এখানে-ওখানে খাদ্য পচিয়া গলিয়া বীভৎসরূপ পরিগ্রহ করিতেছে, কিছু করা হয় না; রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, সেখানেও নৈষ্কর্ম্য; রাজ্যে শিক্ষাধারার মুণ্ডপাত হইতেছে, হউক; স্বদলীয় উপদলগুলিতে কোন্দল, চলুক ইত্যাদি। কত ফিরিস্তি দেওয়া যায়?

কিন্তু কিছু করিতে হইবে না, সমস্যার সমাধান আপনিই হইয়া যাইবে এই রাজ্যে বোধ করি, অচল। তাহা ছাড়া এখানকার সমস্যাগুলি সব রক্তবীজ, একটির মোকাবিলার পথে আরও জুটিয়া যায়। সে যাহা হউক, সাধারণে না মানিলেও শ্রীনায়েকের পরামর্শমত শ্রীরায় যে চলিতেছেন না তাহার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়াছেন। তিনি ঘন ঘন দিল্লী যান নাকি এই রাজ্যের দণ্ডভাল ফিরাইতে, জেলায় জেলায় ঘুরিতেছেন জনগণের মনে উৎসাহ জাগাইতে (দিন আগত ঐ?)। সুতরাং এই অভিনব দর্শন ঠুঁটা জগন্নাথদের জন্য, মুখ্যমন্ত্রীর মত কর্মবীরের জন্য নহে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

মানবমুক্তির এক মহান সাধকের মহাপ্রয়াণ

'আকাশবাণী'র প্রভাতী সংবাদের ছোট্ট একটি অতি আবেগহীন শব্দের নির্বিকার উচ্চারণে বুকের ভেতরের কোন এক কোমলস্থানে কে যেন নির্মম ধারালো নখ দিয়ে খাবলে ধরেছিলো। অবশেষে মেহনতী সংগ্রামী জনতার মহান সাথী 'কাকাবাবু' সত্যই চলে গেলেন। আর কোনদিন সর্বহারা শ্রমিক-কৃষক মানুষের আম-দরবারে অথবা কোলকাতার ৩৩ নম্বর আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের দলীয় কার্যালয়ে কখনো তাঁর সেই অতি পরিচিত প্রিয় মুখটি দেখা যাবে না। গত ১৮ই ডিসেম্বরের হিমেল সন্ধ্যায় গোবরার গোরস্থানের গভীর মাটির নীড়ে তিনি তাঁর পোনে এক শতাব্দীর উর্ধ্ব সংগ্রামী-জীবনের ইতিহাসটাকে পেছনে ফেলে শান্তির চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। আর আমরা হারিয়েছি স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীর সৈনিককে, সর্বহারা মুক্তিসংগ্রামের একজন অগ্রণী নায়ককে, মানবমুক্তির এক মহান সাধককে। কারণ কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ শুধু একটি বিশেষ নাম বা ব্যক্তিত্ব নয়—একটি যুগ। তাঁর মহাপ্রয়াণ জাতীয় নেতৃত্বের ইতিহাসে একটি যুগের অবসান।

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে শেষের দিকে নদীমাতৃক বাংলাদেশের সন্দ্বীপে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করে তখন তাকে দেখে বাবা-মা ও পরিবারের কেউ-ই বোধ করি, কল্পনা করতে পারেন নি যে স্বয়ং বিধাতাপুরুষ তার কপালে বিপ্লব ও সংগ্রামের রক্ততিলক এঁকে দিয়েছেন। তাই কারার লৌহকপাটের অন্তরালই তার আশ্রয়—বিলাসের সুখশয্যা নয়। অথচ তাঁর প্রথম যৌবনে বুঝিবা দু'চোখে ছিল তারুণ্যের স্বপ্ন বিভোরতা এবং সাহিত্যিক হওয়ার একান্ত বাসনা। তাই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে তরুণ মুজফ্‌ফর হয়েছিলেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সদস্য (১৯১৮)। এই সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র তিনি ছিলেন সহ-সম্পাদক, প্রকাশক ও সকল সময়ের একমাত্র কর্মী। আর এ সময়েই পত্র মারফৎ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। নজরুল তখন ছিলেন করাচীর সেনানিবাসে ৪৯নং বাঙালী পল্টনে। এখান থেকেই তিনি 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় লেখা পাঠাতেন। পরে বাঙালী পল্টন ভেঙে যাওয়ায় তিনি সরাসরি কোলকাতায় এসে মুজফ্‌ফর আহমদের ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটে পত্রিকা অফিসের বাসায় ওঠেন। তখন থেকেই দু'জনে গড়ে ওঠে গভীর প্রীতির সম্পর্ক। তারপর দু'জনে মিলে যুগ্ম-সম্পাদনায় একদা অবিভক্ত বাংলার প্রধান-মন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশ করেছিলেন ২২নং টার্নার ষ্ট্রীট থেকে সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ (১৯২০)। 'নবযুগে'র পাতা থেকেই প্রথম বুঝি শুরু হয়েছিলো মুজফ্‌ফরের সংগ্রামী জীবন।

এখানে ইংরেজ সরকারবিরোধী আন্দোলনের প্রসঙ্গ তো থাকতই—উপরন্তু ছিল অবহেলিত শোষিত দরিদ্র কৃষক-মজুর সমাজের বাঁচার দাবীর কথা। এ সময়ই তিনি আকৃষ্ট হন মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি। আস্থা স্থাপন করতে শুরু করেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী তত্ত্বে। ১৯২১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাড়ীতে নজরুলের সঙ্গে একত্রে বসবাসের সময়ই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়।

'ধূমকেতু,' 'লাঙ্গল' ও 'গণবাণী' প্রকাশের সময় নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমেদ দুজনে একত্রিত হয়ে কাজ করেছেন। 'গণবাণী'ই হোল নব প্রতিষ্ঠিত সাম্যবাদী দলের প্রথম বাংলা মুখপত্র। মুজফ্‌ফর আহমেদ এর একমাত্র কর্ণধার। এ সময় তাঁর ত্যাগ, সংগ্রাম ও কৃচ্ছ্র সাধনের বিষয়ে নজরুল একটি চিঠিতে লিখছেন: '…চোখে জল আসে বিশেষ করে যখন দেখি, 'গণবাণী'র কর্ণধার হতভাগ্য মুজফ্‌ফর আহমেদকে।…আমি জানি, এই 'গণবাণী' বের করতে তাকে দুটো দিন অনশনে কাটাতে হয়েছে। বুদ্ধি মিঞাও আজ লীডার। আর মুজফ্‌ফর মরছে রক্তবমন করে! অথচ মুজফ্‌ফরের মত সমগ্রভাবে নেশনকে ভালোবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে—কোনো মুসলমান নেতা ত দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখি না।' ['আত্মশক্তি' সম্পাদক গোপাললাল সান্যালকে কৃষ্ণনগর থেকে লিখিত। তারিখ: ৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।]

নজরুলের কথার সত্যতা কমরেড মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর ৮৪ বৎসরের সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনে প্রমাণ করে গিয়েছেন। আসলে তাঁর হৃদয়জুড়ে ছিল শোষিত বঞ্চিত মানুষের জন্য অফুরন্ত ভালোবাসা। কারণ তিনি ছিলেন মানবতার একনিষ্ঠ পূজারী। তাই ১৮ই ডিসেম্বরের অস্তায়মান বেলায় শোকাহত মেহনতী জনতার মিছিল তাঁর অমর আত্মার উদ্দেশ্যে জানিয়েছে শেষ. বৈপ্লবিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—নুরুল ইসলাম মোল্লা

আইসক্রিম মেশিন চাই

৫ টন হইতে ১০ টনের কম্প্রেসারসহ আইসক্রিম মেশিন চাই। নিম্নে যোগাযোগ করুন।

পরিমল ঘোষ
পোঃ বেলডাঙ্গা, জেলা মুর্শিদাবাদ

—সকল প্রকার ঔষধের জন্য—

নির্ণয় ও নিরাময়

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

আপনার ধান সরকারের প্রতিনিধিদের কাছেই বিক্রি করুন

আপনার এলাকার ডি, পি এজেন্টের নাম নীচের তালিকায় নিশ্চয়ই পাবেন। আপনার পরিশ্রমে ফলানো ধান সরকার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তিনিই নগদ দামে কিনে নেবেন। তাঁর সঙ্গে আজই যোগাযোগ করুন।

মুর্শিদাবাদ জেলায় নিযুক্ত ডি, পি এজেন্টের নাম, ঠিকানা ও কেন্দ্র

মহকুমা—কান্দি, থানা ও ব্লক—খড়গ্রাম

১) রেজাউল হক, ইরোয়ালী ২) ইন্দ্রাণী এস, কে, ইউ, এস, ইন্দ্রাণী
৩) কাননকুমার সাহা, ইন্দ্রাণী ৪) মীর খোদারাখা, ইন্দ্রাণী
৫) অসিতকুমার সাহা, শেরপুর ৬) আইনাল হক, হাটপাড়া
৭) কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা, হাটপাড়া ৮) আবদুল আলীম, হাটপাড়া
৯) বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, নগর ১০) নূর মহম্মদ, নগর
১১) মহঃ দারিউজ্জামান, নোনাডাঙ্গা ১২) মহঃ মুস্তাফিজার রহমান, কেশিয়াডাঙ্গা
১৩) মহঃ বরোরুদ্দোজা, কেশিয়াডাঙ্গা ১৪) মিহির প্রামাণিক, পারুলিয়া
১৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস, পারুলিয়া ১৬) বিজয়কুমার দাস, পারুলিয়া
১৭) যুগোলকিশোর মণ্ডল, পোড্ডা ১৮) শিশিরকুমার ব্যানার্জি, আউগ্রাম
১৯) দক্ষিণাপদ দে, খড়গ্রাম ২০) তারাচরণ দে, খড়গ্রাম
২১) রাধারমণ মণ্ডল, ঝিকতা ২২) কাশীনাথ মণ্ডল, ঝিকতা
(উপকেন্দ্র বিশ্বনাথপুর, পদম কান্দি অঞ্চল)
২৩) আবদুস সামাদ, মারগ্রাম ২৪) রামচন্দ্র ঘোষ, বারার
২৫) ধীরেন্দ্রকুমার ঘোষ, জয়পুর। (উপকেন্দ্র চন্দ্র সিংবাটী)

মহকুমা—কান্দি, থানা ও ব্লক—বারওয়ান

১) বারওয়ান থা । সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী, নিমা
২) কুমারকৃষ্ণ ঘোষ, নিমা ৩) নিমাইচন্দ্র মণ্ডল, বারওয়ান
৪) রামতারণ মণ্ডল, পাঁচথুপী ৫) নিমাইচন্দ্র দাস, পাঁচথুপী
(উপকেন্দ্র মজলিশপুর, সুন্দরপুর অঞ্চল)
৬) শিশিরকুমার প্রামানিক, আন্দী ৭) মেসার্স ঘোষ ব্রাদার্স, আন্দী
(উপকেন্দ্র তেলডুমা) (উপকেন্দ্র খরজুনা)
৮) অনাদিভূষণ দাস, পেতারী ৯) প্রভাকর দাস, পেতারী
(উপকেন্দ্র সুইলা, বুরুহুমপুর অঞ্চল)
১০) প্রেমানন্দ মণ্ডল, তালবোনা ১১) অভয়পদ নন্দী, বেলগ্রাম
১২) অনন্তকুমার দত্ত, কান্দি ১৩) কানাইলাল প্রকাশচাঁদ, কুলি
১৪) শান্তিকুমার দাস, কুণ্ডল

মহকুমা—কান্দি, থানা ও ব্লক—কান্দি

১) নবদ্বীপচন্দ্র সিংহ, কান্দি ২) সেখ নসরৎউল্লা, ভবানীপুর
৩) মুনুরুদ্দিন সেখ, মহালান্দী ৪) মহালান্দী ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার মার্কেটিং সোসাইটী, জিবন্তী
৫) অনিলকুমার সাহা, কান্দী ৬) সামসুল হুদা, ভবানীপুর
৭) মহম্মদ বদরুদ্দোজা, পুরন্দরপুর ৮) অর্দ্ধেন্দুকুমার পাল, বোলেটুটী
৯) মহম্মদ আসিউদ্দিন সেখ, গাথলা ১০) মোজাম্মেল হক, রামেশ্বরপুর
১১) ব্রজগোপাল বারিক, রূপপুর ১২) অনিলকুমার সাহা, কান্দি
(উপকেন্দ্র অনুখা)
১৩) অনন্তকুমার দত্ত, কান্দি ১৪) কান্দি থানা কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী, কান্দি

মহকুমা—কান্দি, থানা—ভরতপুর, ব্লক—ভরতপুর (১)

১) ব্রজেশ্বর দত্ত, জজান ২) অধীরকুমার দত্ত, ভরতপুর
(উপকেন্দ্র গোড্ডা, জুইহেলিয়া) (উপকেন্দ্র আমলাই, আলুগ্রাম)
৩) ভরতপুর ব্লক-১ কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী লিঃ
(উপকেন্দ্র (১) সিজগ্রাম, সিজপুর অঞ্চল)
৪) খানদাহার সামসুদ্দিন আহমেদ, তালগ্রাম ৫) পশ্চিম সাহাপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতি, সাহাপুর

[ক্রোড়পত্র দ্রষ্টব্য

মহকুমা—কান্দি, থানা—ভরতপুর, ব্লক—ভরতপুর (২)

১) ব্যোমকেশ রায়, সালার (উপকেন্দ্র দক্ষিণখণ্ড)
২) ভরতপুর থানা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী লিঃ, সালার (উপকেন্দ্র সালু, সালু অঞ্চল)
৩) জগদীশচন্দ্র দত্ত, কান্দরা
৪) কাগ্রাম সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি, কাগ্রাম (উপকেন্দ্র তালিবপুর)
৫) সুন্দরগোপাল দাস, সোনারুদি
৬) সনাতন সাহা, সিমুলিয়া
৭) বিষ্ণুপদ সর, টেঁয়া।

মহকুমা—জঙ্গিপুর, থানা ও ব্লক—সাগরদীঘি

১) রঘুনাথপ্রসাদ ভকত, সাগরদীঘি
২) সৌকরপ্রসাদ ভকত, সাগরদীঘি
৩) ইউনুস আলি, সেখেরদীঘি
৪) বৃন্দাবন ভট্টাচার্যি, তাঁতিবিড়ল
৫) ভুবনমোহন মণ্ডল, জাগলাই
৬) অজিতকুমার দে, মনিগ্রাম
৭) শম্ভুনাথ দত্ত, বোথারা
৮) কেশরিমল জৈন, সাহাপুর
৯) আবদুস সামাদ, ভুরকুণ্ডা।

মহকুমা—জঙ্গিপুর, থানা—রঘুনাথগঞ্জ, ব্লক (১)

১) চন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল, সন্ন্যাসীডাঙ্গা
২) বৈদ্যনাথ দত্ত এণ্ড ব্রাদার্স, রঘুনাথগঞ্জ (উপকেন্দ্র মির্জাপুর)

মহকুমা—জঙ্গিপুর, থানা—সুতী, ব্লক (১)

১) বৈদ্যনাথ সাহা, আহিরণ (উপকেন্দ্র নয়াগ্রাম)
২) সেতার মণ্ডল, নয়াগ্রাম

মহকুমা—জঙ্গিপুর, থানা—সুতী, ব্লক (২)

১) এইচ, সি, দাস এ্যাণ্ড বি, সি, দাস, অরঙ্গাবাদ

মহকুমা—জঙ্গিপুর, থানা ও ব্লক—সমসেরগঞ্জ

১) কমলকুমার সাহা, ধুলিয়ান

মহকুমা—জঙ্গিপুর, থানা ও ব্লক—ফরাক্কা

১) সন্তোষকুমার সাহা, বিন্দুগ্রাম

মহকুমা ও ব্লক—সদর

১) সি, বি, লাল, খাগড়া

মহকুমা—সদর, থানা—বেলডাঙ্গা, ব্লক (১)

১) সন্তোষকুমার গাংগওয়াল, বেলডাঙ্গা
২) মহাবীরপ্রসাদ জৈন, ভাবতা
৩) আনওয়ার পাশা, দেবপুর

মহকুমা—সদর, থানা—বেলডাঙ্গা, ব্লক—২

১) গঙ্গাধর আগরওয়াল, রেজিনগর
২) সুধীরকুমার সাহা, শক্তিপুর
৩) বেলডাঙ্গা ব্লক-২ কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী, শক্তিপুর

মহকুমা—সদর, থানা ও ব্লক—নওদা

১) জগন্নাথ দত্ত, সর্বাঙ্গপুর
২) ফকিরচন্দ্র সাহা, পাটিকাবাড়ী
৩) ইন্দ্রজিৎকুমার দত্ত, টুঙ্গী
৪) বিশ্বনাথ বিশ্বাস, খানপুর
৫) আবুল হোসেন মণ্ডল, ত্রিমোহিনী।

মহকুমা—সদর, থানা ও ব্লক—হরিহরপাড়া

১) আবুল কাশেম সেখ, তাজপুর
২) নরোত্তম সরকার, হরিহরপাড়া
৩) আবদুর রহিম বিশ্বাস, রুকুমপুর
৪) কনক ব্যানার্জী, চোঁয়া
৫) আবদুর রউফ, বহরান।

থানা ও ব্লক—ডোমকল

১) সি, বি, লাল, ডোমকল

মহকুমা—লালবাগ, থানা ও ব্লক—নবগ্রাম

১) পাঁচগ্রাম বাজার সমিতি, পাঁচগ্রাম
২) পীযূষকান্তি শিকদার, রাইগা
৩) মেসার্স সি, বি, লাল, নবগ্রাম
৪) ইশাক মণ্ডল, পলসণ্ডা (উপকেন্দ্র সিমানাপাড়া)

মহকুমা—লালবাগ, থানা—মুর্শিদাবাদ, ব্লক—মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ

১) জ্যোতির্ময় সান্যাল, লালবাগ

থানা—জিয়াগঞ্জ

১) জিয়াগঞ্জ সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটী, জিয়াগঞ্জ

ধান কাটা শুরু হয়ে গেছে। আপনার মাঠের ধান সরকারী প্রতিনিধিদের কাছেই বিক্রি করুন। মজুতদার মুনাফাখোরদের ফাঁদে পা দেবেন না।

—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত—

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভিন্ন চোখে ॥

এবং অধুনা 'মানবপুত্র'

গতকাল জনৈক বন্ধুর জিপে চড়ে আসছিলাম জাতীয় মহাসড়কের উপর দিয়ে। ঠিক ভ্রমণ নয়, কিছু জরুরী ব্যক্তিগত কাজ ছিল। বন্ধু ষ্টিয়ারিং হাতে বসেছিলেন। এ্যাক্সিলেটরে পায়ের চাপ পড়ছিলো। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছিলো স্পিডো মিটার। আর দ্রুতগতিতে ছুটছিলো জিপ। বন্ধুর পাশের সিটে বসে তাকিয়েছিলাম পার্শ্বস্থ প্রান্তরে। চোখের লেন্সে দ্রুত অপসৃয়মান সবুজ কার্পেটের মতন মাঠ। মাঝে মাঝে অড়হরের ক্ষেত। মুগ-খেসারি আর ছোলা গাছের ভুঁই। হলুদ ছোট ছোট ফুলন্ত মাথা দোলায় সরিষার গাছ। বেশ লাগছিল এই পৌষালী মধ্যাহ্নে। শীত নাকি জরার ঋতু কিংবা বার্ধক্যের। পাতা ঝরার সময় এখন। অথচ পল্লীবাংলার প্রকৃতির এই রূপ দেখলে মনে হয় না যে এটি পাতা ঝরার কাল। সত্যি, বাংলার প্রকৃতি, মাঠ, ঘাট যে চিরকালীন সৌন্দর্যের পশরা সাজিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সকল সময় এটা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। পাশ থেকে বন্ধু হঠাৎ বল্লে, 'কি দেখছো অমন করে? একেবারে সব কিছু বিস্মৃত নাকি? সন্ধ্যেবেলার প্রোগামটা মনে থাকবে তো!' হঠাৎ ওর কথায় খেয়াল হোল আজ বড়োদিন। বন্ধুকে বল্লাম, 'হ্যাপি ক্রিস্মাস টু ইউ।'

কিন্তু বড়োদিনের কথা ভাবতেই চকিতে আমার প্রথম তারুণ্যের ভালো লাগা মুহূর্তের একটি বিশেষ স্মৃতি মনে আসে। আমরা তখন ব্যাণ্ডেলে থাকতাম। আর পাশের বাড়ির ডরোথি নামের একটি মেয়ে আসতো আমাদের বাসায়। ডরোথির বাবা ছিলেন রেলের গার্ড। ওদের বাড়িতে বড়োদিনের উৎসবে আমার নেমন্তন্ন থাকতো। মধ্যরাত্রে ব্যাণ্ডেল চার্চের গীর্জায় ঘণ্টা বাজতো। আর সকাল বেলায় ডরোথি এসে আমাকে বলতো 'হ্যাপি ক্রীসমাস্ টু ইউ।' আমি ওদের বাড়িতে গিয়ে বড়োদিনের কেক খেতাম। বড়োদিনের সে অতীত স্মৃতি বড়ো মধুর। কারণ অতীত স্মৃতির পটে কখনো মধুর কখনো যন্ত্রণাময়। অথচ ডরোথি আজ কোথায় হারিয়ে গিয়েছে—জানি না। এবং এখন বড়োদিনের কথা আমায় কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় না। আর আমি প্রাচ্যদেশীয় সেই বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানীদের দলের কেউ নই। অথচ বেথেলহেমের অশ্বশালায় মাতা মেরীর কোলে 'মানবপুত্রে'র জন্মের স্মৃতি আমাকে বিচলিত করে, কারণ তখন চোখের সামনে ভেসে ওঠে ক্রুশবিদ্ধ রক্তাক্ত যিশু। রবীন্দ্রনাথের মতন বলতে ইচ্ছে করে: 'আনন্দ করব কী নিয়ে? এ-দিকে যাঁকে মারছি নিজের হাতে, আর একদিকে পুনরুজ্জীবন প্রচার করব শুধুমাত্র কথায়? আজও তিনি মানুষের ইতিহাসে প্রতিমুহূর্তে ক্রুশে বিদ্ধ হচ্ছেন।'

—সত্যানন্দ

থোড়াই কেয়ার

ফরাক্কা ব্যারেজ—খুঁটির জোর, সগোত্র গদিনাসীন এবং সংশ্লিষ্ট অফিস বাবুরা যদি কব্জায় থাকে তবে থোড়াই কেয়ার। শ্রীদুর্গা, সুপ্রভাত আর নটরাজ যাদের মালিক হলেন কলমে বকলমে ধুলিয়ানের সাহা ব্রাদার্স আর সিংহ কোম্পানী, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে ফরাক্কা আসা বন্ধ করেছে। অথচ বাস তিনখানি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আসা-যাওয়া করতো। এখন ধুলিয়ান-বহরমপুর পথ পরিক্রমায়। প্রকাশ, ধুলিয়ান থেকে ফরাক্কা ৩৪নং জাতীয় সড়কের অবস্থা যা তাতে ওই তিনটি বাস চলার উপযুক্ত নয়। অপরাপর বাস যথারীতি যাতায়াত করছে। মহকুমা এবং জেলা শহরের সাথে যোগাযোগকারী বাস তিনটি ফরাক্কা বয়কট করায় এ সব অঞ্চলের যাত্রী সাধারণের অসুবিধা অবর্ণনীয়। মুর্শিদাবাদ জেলা আঞ্চলিক পরিবহণ সংস্থা কিছু বলতে পারেন?

ইংরাজী নববর্ষ উদ্‌যাপন

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে ডিসেম্বর—আজ স্থানীয় চাউলপট্টিস্থ 'হিপ্পি কর্ণার' সাড়ম্বরে ইংরাজী নববর্ষ পালন করেছেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এঁরা বড়দিনের শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন।

জমিতে ১৪৪ ধারা, পুলিশ পাহারায় ধান কাটা শেষ

সাগরদীঘি—১৫ই ডিসেম্বর—এই থানার মনিগ্রাম মৌজায় বিষ্ণুপুরের অন্যতম জোতদার ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের ৩৮২/৩৮৩ দাগের তিন একর পাঁচ শতক জমিতে শান্তি ভঙ্গের আশংকায় ১৪৪ ধারা জারী ও পুলিশ মোতায়েন করা হয় গত ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর। ৭ই ডিসেম্বর শ্রীঘোষ বর্গাদার উচ্ছেদের মামলায় মনিগ্রামের কাশীনাথ ঘোষের কাছে পরাজিত হন। মামলা চলছিল স্থানীয় জে, এল, আর, ও অফিসে। ঐ মামলায় বর্গাদারের অনুকূলে রায় দেওয়া হয়। পরে পুলিশ পাহারায় ধান কাটানো হয় এবং এম, এল, এ ও যুবছাত্র কর্মীদের সাহায্যে ন্যায্যভাবে ভাগবণ্টন করা হয়।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে ডিসেম্বর—স্থানীয় যুবক সংঘ ব্যায়াম মন্দির ও পাঠচক্রের উদ্যোগে গত ২১শে হতে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত নাটক, সাইকেল রেস, ভলিবল ম্যাচ, শিশু স্বাস্থ্য, আবৃত্তি, গল্প ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। প্রতিদিনই প্রচুর দর্শকের সমারোহ হয়। মফঃস্বল শহরে এই ধরণের অনুষ্ঠান করার জন্য ক্লাব কর্তৃপক্ষকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।